2020

দিগন্ত

DIGANTA

ANNUAL MAGAZINE

KBCC

JMC

বন্ধ আছি
বন্দী নই

WE R LOCKED
BUT
NOT DOWN

DEPARTMENT OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION
KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE

CHIEF EDITOR:

DR.SUBIR KUMAR DUTTA
PRINCIPAL
KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE

EXECUTIVE EDITOR:

TAPASI GHOSH

ASSISTANT EDITORIALBOARD:

KOYEL CHAKRABORTY
DIPANNITA DUTTA
PAYAL BOSE

GUEST EDITORS

MOUSUMI DUTTA
ARUNDHATI CHAKRABORTY

EDITORIAL - 1

SPECIALWORDS - 3

Quarantined shades Of Kolkata -4

লকডাউনে ঝলমলে-6

LOCKDOWN FOR HUMANS, LIBERTY FOR MOTHER EARTH - 9

আন্তর্জালে বিশ্ব - 12

WEBBING THROUGH THE PANDEMIC - 16

লকডাউনে খেলার রূপ বদল - 19

Hearts of the sports is beating once more - 22

বিনোদনের রূপবদল -25

QUARANTINED SILVER SCREEN –THE SHIFT OF MULTIPLEX PLATFORM - 29

বর্ণহীন সমাজ গড়ার ডাক – 33

BLACK LIVES MATTER - 36

শূন্য থেকে শিখরে - 38

"Making It Count "OutsidersOfBollywoodMakingItBig" - 41

নক্ষত্র পতন - 44

LOST IN PARADISE – 49

আকাশ ভরা সূর্য তারা 53

"IMPOSSIBLE IS JUST AN OPINION"

DR.SUBIR KUMAR DUTTA
PRINCIPAL
KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE

"কাকচেষ্টঃ বকধ্যানী শ্বাননিদ্রঃ তথৈব চ

স্বল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থী পঞ্চ লক্ষনঃ"

চার মাসের উর্দ্ধে শ্রেনীকক্ষে পঠন-পাঠন বন্ধ। আমাদের দীর্ঘ জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম। এক ভাইরাস যেন পৃথিবী টাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। জীবন ও জীবিকা ধ্বংসকারী করোনা ভাইরাস থেকে এই মুহূর্তে পরিত্রানের সম্ভাবনা নেই। চলছে মৃত্যুর মিছিল। কিন্তু জীবন থেমে থাকে না, সঠিক পরিকল্পনা করে বাধা অতিক্রম করাই জীবনের লক্ষ।

সাংবাদিকতা বিভাগ পরিকল্পিত কলেজের প্রথম ওয়েব ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে চলেছে। নির্দ্ধারিত বিষয় গুলির মধ্যে রয়েছে- বিনোদনের বিবর্তন, লকডাউওনে ঝলমলে, সাধারনের অসাধারন গল্প, কালোতেই আলো, জাল দুনিয়ার রমরমা, প্রতিবেশী টানাপোড়েন, নতুন রঙে রাঙানো খেলার জগৎ ও সাধারনের বাজিমাত। আজকের এই কংক্রিটের জঙ্গলে ব্যস্ততার দঙ্গলে এবং সম্প্রতি 'করোনার হাতছানি'-র মধ্যে বিভূতিভূষনের 'পথের পাঁচালি'-র 'অপু','দুর্গা'-দের সেই রেলগাড়ি দেখার বাসনা আর তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় না। কিন্তু কল্পনা মহলের জানালা খুলে স্বপ্নের উড়োজাহাজে তারাও পাড়ি দিতে পারে। তাই হয়ত তারা আজও 'অপু'-র মতোই কলেজের ওয়েব ম্যাগাজিনে লেখা দেয় এবং সেই লেখা কলেজের ওয়েবসাইটে বেরোনোর জন্য অপেক্ষাও করে।

ভারতের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ের স্কুল,শ্রেনীকক্ষের পঠন-পাঠনের উপরই সম্পূর্ন নির্ভরশীল। কিন্তু কবে শ্রেনীকক্ষের দরজা খুলবে তা সঠিকভাবে আজও বলা যাচ্ছে না। ৭৫ শতাংশের বেশি ছাত্র ছাত্রী গ্রামের উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনো করে। কিন্তু অনলাইনে সুযোগ পাচ্ছে কতিপয় ছাত্র ছাত্রী, যাদের মোবাইল/স্মার্টফোন আছে। বাকিদের খবর কে রেখেছে? আর যারা সুযোগ পাচ্ছে মোবাইলে, তাঁদেরও ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এই ব্যাবস্থাও যথাযথ কিনা তা পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ক'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের গ্লোবাল হওয়ার কথা বলেছিলেন। তার কথায় দেশীয় উৎপাদন ও সম্পদ কে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে হবে। 'মেড ইন ইন্ডিয়া','মেড ফর ওয়ার্ল্ড' ব্যাপারটাকে আমরা 'লোকাল টু গ্লোবাল' হিসাবে দেখতে পারি। সহজকথায়, আত্মমর্যাদায় ভর করে আত্মনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন আমরা নিশ্চই দেখতে পারি। ওদিকে লাদাখ সীমান্তে ভারত-চীনের সংঘাতের আবহে দেশজুড়ে স্লোগান উঠেছে – 'বয়কট চীন'। চীনা পন্য প্রত্যাখানের নয়া জিগিরে বিক্ষোভ ও চলছে। টেলিকমের পর রেলও চীনের সংস্থার সাথে চুক্তি বাতিলও করেছে। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটওয়ালে প্রতিবাদ হিসাবে চাইনিজ খাবার বয়কটের ডাক দিয়েছেন।

খেলায় দুনিয়ায় আলো ফুটতে শুরু করেছে। রেফারিদের তিন মাস অনলাইনে ক্লাস এবং কতটা শিখেছেন তা পরখ করা হয়েছে ইউনিট টেস্টের মধ্যমে। পরিস্থিতি কিছুটা ঠিক হলেই রেফারিদের 'ইয়ো ইয়ো' টেস্ট নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। দর্শকহীন মাঠে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা তিন মাসের বেশী বন্ধ থাকার পর অভিনব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ফের মাঠে বল গড়ালো ম্যাঞ্চেস্টার প্রিমিয়ার লিগে। মার্কিন কৃষ্ণা‰ নাNরিক জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার প্রতিবাদে সরব হয়েছিল ক্রীড়ামহল। ফুটবলাররা জার্সির পিছনে নামের পরিবর্তে "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার" বার্তা নিয়ে ফুটবল মাঠে নেমেছিলেন।

সুশান্ত সিং রাজপুতের শেষ ছবি 'দিল বেচারা' তাঁর আর দেখা হয়ে উঠল না। আকস্মিক প্রয়ানের জন্য। বর্তমানে বলিউডের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তিনি। অত্যন্ত সাধারন ঘরের ছেলে ছিলেন তিনি। সাধারন থেকে অসাধারনের স্থান দখল করতে চলেছিলেন তিনি। জীবনের কঠিন তপস্যায় পরাজিত হতে হলো তাঁকে।

এই ওয়েব ম্যাগাজিন প্রকাশের কালে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যে সব সাহিত্য প্রতিভা ফোটার আগেই ঝরে যায় – তাদের আমরা প্রস্ফুটনে সহায়ক হব। সাহিত্যের বা বিভিন্ন ভাবনার মেল বন্ধন ঘটানোর প্রয়াস যেন হয় এই ওয়েব ম্যাগাজিন । মনে রাখতে হবে যত ক্ষুদ্রই হোক কোন শুভ প্রয়াসই বিফ-ল যায় না। আজকের অঙ্কুরিত চারাগাছ সবে একটু পাতা ছেড়েছে। আমাদের আশা একদিন সে মহিরুহে পরিনত হবেই হবে – কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন আন্তরিক প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও অকুন্ঠ ভালোবাসা।

আজকের এই শুভ মুহূর্তে আমার বিনীত আবেদন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা,শিক্ষাকর্মীও পরিচালন সমিতি আপনাদের অকুন্ঠ ভালোবাসা ও সহ-যাগিতা দিয়ে এই ওয়েব ম্যাগাজিনের যাত্রা পথটি আগাম দিনে আরো মসৃন করুন। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

ধন্যবাদ

"THE FEWER
THE FACTS,
THE STRONGER
THE OPINION"

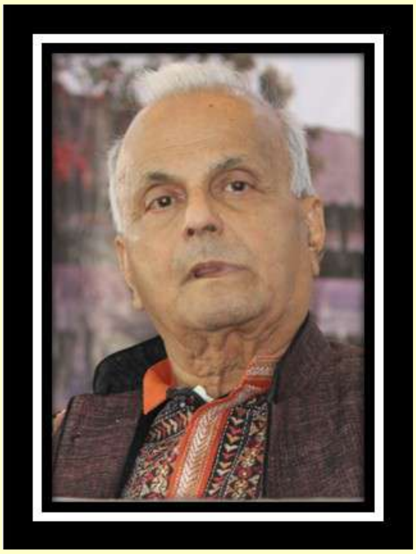

SHRI ASOK CHAUDHURI

PRESIDENT, GOVERNING BODY

KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE

Imagination is the beginning of creation.

A good plan means you are half way to reach to your destination.

When doors are closed try to open the windows.

May be these are the three vital lines for Dept. of Journalism & Mass communication of Khudiram Bose Central College.From 2010 onwards they are trying to publish wall magazine once in every year.And it is good to see that pandemic situation cause no hindrance to fulfil their motto.They find virtual wall rather original one to paste up their project.Hope every one will enjoy to move on the way of positivity, they have tried to built up.

I wish every success to their effort.

I walk a lonely road......

The only one that I have ever known.....

QUARANTINED SHADES

OF KOLKATA

RAHUL BOXI & SOYAM MAJUMDER

যা হল অন্যরকম

PARADIGM SHIFT

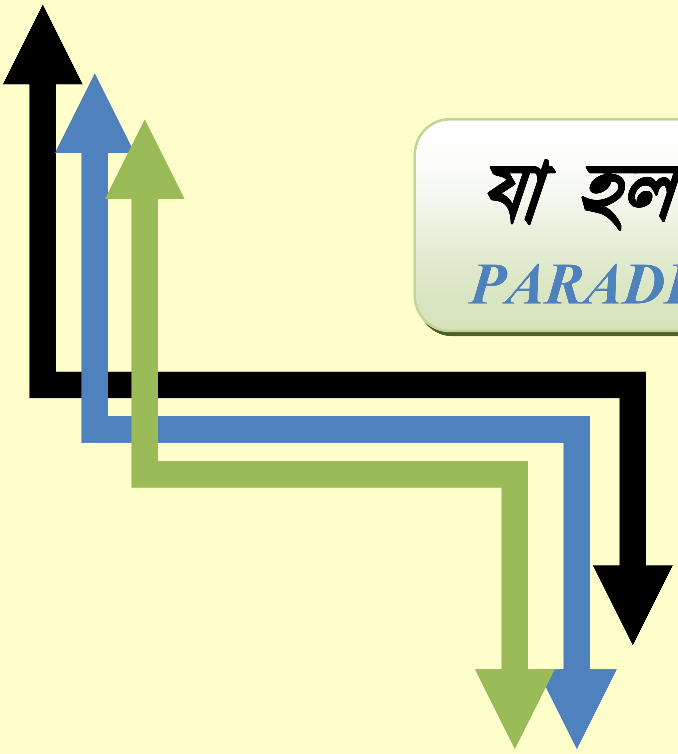

লকডাউনে ঝলমলে

পিয়াসা কর

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

মে মাসের দুপুর। দিল্লির রাস্তায়ে পিচ গলে যাওয়ার উপক্রম।শুনশান করছে রাস্তাঘাট। লকডাউন বলে কথা। হঠাৎ দেখা গেলো গুরগাঁও এর রাস্তায়ে ঘুরে বেরাচ্ছে নীল গাঁই। দিল্লিবাসীর তো চক্ষু চড়কগাছ !! এও সম্ভব! এরকম তো হতো অনেক বছর আগে। অনেকটা একই অবস্থা লুধিয়ানা বাসীর। ভোরের টাটকা বাতাসের সঙ্গে জানালায় উড়ে আসছে ময়ূর। এমনি সব আশ্চর্য ঘটনা দেখা যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, যে এমন সব অসম্ভবকে সম্ভব করেছে একটা ভাইরাস। একটি মারণ ভাইরাস – করোনা। এই নামটির সাথে এখন আমরা সবাই পরিচিত! ভীত সন্ত্রস্তও বটে। এই মুহূর্তে ভাইরাসটি দাপিয়ে বেরাচ্ছে সারা পৃথিবীতে। কেড়ে নিচ্ছে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ। সারা পৃথিবী জুড়ে যেন চলছে তার তাণ্ডবলীলা! মানুষের জীবন যাপনের স্বাভাবিক গতি আজ স্তব্ধ। চারিদিকে শুধু মৃত্যুমিছিল আর মানুষের হাহাকার।

এই অজানা ভাইরাসের হাত থেকে মানব জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞানীরা বাতলেছেন এক অভিনব প্রক্রিয়া। লকডাউন।অতিমারি রুখতে এটাই এখন একমাত্র দাওয়াই! আর তাই সবাই আজ ঘরবন্দি। হঠাৎ করে থেমে গেছে উন্নত পৃথিবী গড়ার তৎপরতা। বন্ধ সমস্ত কাজকর্ম,

ব্যস্ততা। চারিদিকে শুধুই নিস্তব্ধতা। মানুষ মনমরা। তার নিত্যদিনের সব অভ্যেস পাল্টে গেছে

এই অসময়ে। রাস্তাঘাট সুনসান। নেই কলকারখানার বিষাক্ত কালো ধোঁয়া। আর তাই সব কিছুই যেন নতুন করে খুঁজে পাচ্ছে জীবনের মানে!

এই সুযোগের অপেক্ষাতেই যেন বসে ছিল প্রকৃতি। সে আবার ফিরে পেতে চাইছে তার পুরনো রূপ! আবারফিরে পেতে চাইছে তার সেই হারিয়ে যাওয়া ছন্দকে। উন্নত পৃথিবী গড়ার নামে মানুষ যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে এই অম্বরে, তার থেকে সে আজ রেহাই পেয়েছে। হারিয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধীরে ধীরে ফিরে আসছে এই ভূ-পৃষ্ঠে।

লকডাউনের ফলে এখন বন্ধ যানবাহন থেকে শুরু করে সব কিছু। দূষণের মাত্রা টা তাই কমের দিকে, প্রকৃতি ফিরছে তার আসল রূপে। আর তারই ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে মলিন আকাশ, স্বচ্ছ গঙ্গা, যমুনা। দূষণহীন পরিবেশে বন্য প্রাণীদের অবাধ বিচরণ দেখা যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের কানপুর লাগোয়া গঙ্গার জলে দেখা যাচ্ছে অভাবনীয় পরিবর্তন। বিশেষজ্ঞদের

মতে, লকডাউনের ফলে বন্ধ ছোট বড়ো ইন্ডাস্ট্রি, তাই দূষিত জল মেশাও কমেছে নদীগুলিতে। সবথেকে বিরল দৃশ্যটি দেখা গেছে বারানসী বা বেনারসে। যেই জায়েগায়ে শুধুমাত্র দেখা

যেত মানুষের ভীড়, আজ সেই ঘাটে দেখা যাচ্ছে মাছেদের আনাগোনা। ভারতের অন্যতম দূষিত রাজ্য দিল্লিতেও আজ দেখা যাচ্ছে স্নিগ্ধ আকাশ। ইন্ডিয়া গেটের ওপর দিয়ে মেঘের আনাগোনা চোখ টানছে সকলের। দিল্লিবাসি মুগ্ধ হয়ে চোখ রাখছেন আকাশের দিকে।

জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে বহু পরিযায়ী পাখি আসে ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা গুলিতে। অতিরিক্ত দূষণের বহুদিন ধরেই কমছিল তাদের আনাগোনা। অনেক পাখি মারাও যেত। কিন্তু এই বছর তারা তাদের থাকার সময় সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনি তথ্য দিয়েছেন থ্রেথাঙ্গেল ও মেলাসেল্ভানোর- পাখি স্যাংচুয়ারির ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার এস শাতিস। শুধু পাখিই নয়, ওপেন বিল স্ট্রোক, স্পট-বিল পেলিকন, পেইনটেড স্ট্রোক, গ্রে হিরণ, স্পনবিল ও ইবিস- এই ধরনের প্রাণীরাও তাদের থাকার সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে।

জলজ প্রাণীরাও আনেক উপকৃত হয়েছে এই লকডাউনের ফলে। সামুদ্রিক প্রাণীরা শুদ্ধ পরিবেশে তাদের জীবন আতিবাহিত করতে পারছে। আগে ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ এরা প্রায়ই আহত হত নৌকো, জাহাজের ধাক্কায়। লকডাউনের ফলে তারা এর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। এমনি আনেক ছোটো ছোটো ঘটনার মাধ্যমে প্রকৃতি তার শুদ্ধিকরণ এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আবার ফিরে পাচ্ছে তার ঝলমলে রুপ।

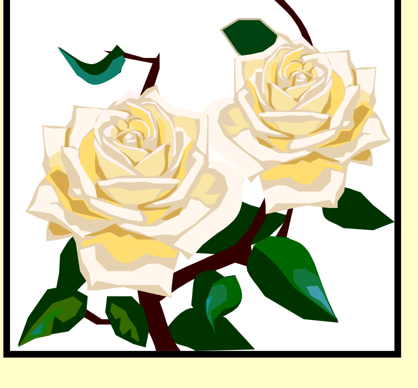

LOCKDOWN FOR HUMANS, LIBERTY FOR MOTHER EARTH!!!

Vishal Chaudhary

Department Of Journalism And Mass Communication.
Semester-2
Khudiram Bose Central College.

Earth is nearly billions of years old and from that time till now Mother earth has always taken care of every living being that live here. Human beings often forget that we are largely dependent on Mother Nature and become unaware and ignorant towards taking care of it. We have become that much reluctant that we forget to nourish the beauty of the Earth. The Covid-19 lockdown which has been imposed throughout the world has made us think how nature is important for our day to day lives. The surprising and shocking improvements in nature have made us believe that earth can be saved. Hence it is a clear proof that our actions can very well impact the earth's sustainability. However, if we look closely the pandemic also posed some positive and useful effects on the environment.

Improvement in Air Quality Index (AQI) is a good sign because previously many high-tech cities and towns were considered as the most polluted areas. The usual air quality of our National Capital New Delhi used to be 200 which was considered very harmful for the living beings but as Delhi's all 11 million registered cars were taken off the roads and factories and Construction were at halt the AQI levels fell down below 20. Most cities now can see a rare clear piercing blue sky and birdsong seems louder now a days.

"Healthy Ecosystem promotes healthy life "

The Himalayan range was seen after 30 years. Citizens in Northern India are witnessing the view of the Himalayan mountain range for the first time in their lives, due to the drop in air pollution. The European Space Agency showed the changing density of the harmful gas which is omitted when fossil fuels are burnt.

Even the water quality level all around the world has improved during the lockdown. Since there are no boats, no ships plying on the rivers and waterways the water has cleared up. Even high scale industries are closed who used to send harmful chemicals to nearby rivers. No doubt because of the lesser human footfall even the oceans are recovering and marine life is thriving. Polluted rivers like Ganga and yamuna had a positive effect in their water quality. Even Ganga water became fit for drinking in holy place Of Haridwar.

" It Is our collective and individual responsibility to preserve and tend to the world in which we all live.."

Wildlife also has been affected during this lockdown. There is a decline in fishing which means that the fish biomass will increase after over fishing almost depleted it. Wild Animals can be seen roaming freely in various parts of the world. Critically endangered species like Dolphins can be spotted in river Ganga almost after 30 years. More Flamingos migrated to Navi Mumbai this year. This shows a good effect of lockdown on wildlife.

Vegetation has also improved many plants are growing better because there is a cleaner air and water and yet again there is no human interference. With everything stand still plants are allowed to thrive and grow and produce more oxygen. We can see forest vegetation has been improving with no cutting of trees by lumberjacks for timber and for other equities the green cover looks beautiful.

Now as we know there has been a positive impact on the environment due to the lockdown,there is a fear that once people will resume their normal work the positive impact will also disappear. So we should not interfere in earths ecosystem because it will indirectly effect us.

"IT'S NOT YOURS,
NOT MINE,
IT'S OURS.
SO PROTECT YOUR MOTHER
WHO NOURISH YOU."

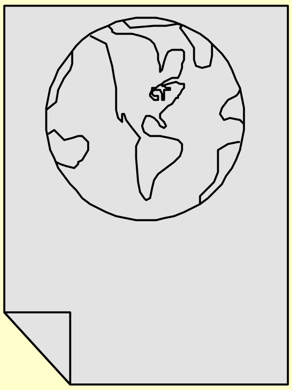

আন্তর্জালে বিশ্ব

সুলতানা রেজা

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

গতিময় জীবনে আজ আমরা সবাই ব্যাস্ত। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সব সময় ছুটে চলেছে মানুষ। আর এই গতিময়তা কে আরো বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে একাধিক যন্ত্র। এই ব্যাস্তময় জীবনের গতিময়তাকে আর কিছু অংশে বাড়িয়ে দিতেই আবিষ্কার হয় যন্ত্রের। শুরুর দিকে যন্ত্রের ব্যবহার দৈহিক পরিশ্রম এর বিকল্প হিসেবে করা হলেও,সময়ের সাথে বদলেছে যন্ত্রও।

ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সব কিছুতেই আমরা যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যেন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া আমাদের জীবন প্রায় অসম্পূর্ন। আমূল বদলে গিয়েছে আমাদের জীবনযাপন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই যন্ত্র শক্তি এখন আর শুধুমাত্র যন্ত্রনির্ভর নয়। যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা মনে রেখে তা হাত ধরেছে প্রযুক্তির। এই প্রযুক্তি আমাদের জীবনে প্রতি পদক্ষেপে পরিষেবা দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের চলার পথ কে অনেক সহজ ও মসৃণ করে চলেছে। ঘুম থেকে উঠতেই দেখি ঘড়ি।তারপর তো আছে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার। এইরকম বলাই যায় যে যন্ত্রের দ্বারা ঘিরে আছি আমরা সবসময়। এই প্রযুক্তি নির্ভরতায় নতুন সংযোজন হল দ্রুত গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট। আমাদের ব্যাক্তিগত ও সামাজিক জীবন নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে ইন্টারনেটের বিশদ ব্যাবহার।

বহুবিজ্ঞানী ও যন্ত্রশিল্পীদের পরিশ্রমের ফল ইন্টারনেট,১৯৬০ এর দশকে আমেরিকায় আরপানেট উদ্ভাবনের মাধ্যমে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের এটির প্রথম ব্যাবহার হয় যাতে কিনা তা দিয়ে একক নেটওয়ার্ক ব্যাবস্থা তৈরি করা যায়।

এইভাবে ১৯৬৯ এর দশকে ২৯শে অক্টোবর এক কম্পিউটার থেকে আর একটি কম্পিউটারে বার্তা পাঠানো শুরু হয়। এরপর এইভাবেই বৃদ্ধি হতে হতে ১৯৪৩-এর ১ জানুয়ারি রূপ পায় আমাদের ইন্টারনেট। কম্পিউটার বিজ্ঞানী টিম বার্নাসলি এটিকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের দ্বারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। ইন্টারনেটও তার বৃদ্ধি আজকে আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। সঠিকভাবে ইন্টারনেটের ব্যাবহার আমাদের সময় ও অর্থ দুই-ই বাঁচাতে সাহায্য করে। ইন্টারনেট ব্যাবহারের ফলে জীবন অনেক বেশি সহজ হয়।এই লকডাউন পরিস্থিতিতে যেখানে সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে পড়েছে সেখানে ইন্টারনেটই একটি মাধ্যম যার সাহায্যে কোনো অসুবিধা ছাড়াই আমাদের শিক্ষা ব্যাবস্থা চালিয়ে যাচ্ছি গুগলমিট, হোয়াটসঅ্যাপ, জুম আরো কত ধরনের অ্যাপের সাহায্যে।

ইন্টারনেটের আর একটি বহুল প্রচলিত ব্যাবহার সামাজিক যোগাযোগের পরিবেশটাই বদলে দিয়েছে। বলতে চাইছি সোশ্যাল মিডিয়ার কথা। সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে আমাওরা বিভিন্ন খবর জানতে পারি। সারা বিশ্বের সংবাদ আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। এইভাবে বিভিন্ন ধরণের সংবাদ যা আমরা দূরদর্শন থেকে জানতে পারিনা সেই সব সংবাদ আমরা ইন্টারনেটের সাহায্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যম থেকে জানতে পারি। ফেসবুক, টুইটার এরকম আরও কতরকম অ্যাপ আমাদের সাহায্য করে থাকে। এর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ হল ইউটিউব। এই সেই অ্যাপ যেখানে আমরা আমাদের

পছন্দ ও সাচ্ছন্দ্যমতো বিভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধে তথ্য জানতে পারি। এখানে এমনকি তথ্যের পাশাপাশি বিনোদনমূলক বিষয় ও দেখতে পারি।

বিনোদন আমাদের জীবন ভরিয়ে রেখেছে। কেননা ইদানিং আমরা নানা ধরণের কর্ম ও অন্যান্য বিষয়ের চিন্তাতে এতোটাই ডুবে গিয়েছি যে আমাদের স্বাস্থ্যে তার প্রভাব দেখা দিচ্ছে। আর তার ওপরে এখন আরও একটি দুঃশ্চিন্তা আছেই অতিমারি করোনা আর লকডাউন। এইসব দুঃশ্চিন্তার হাত থেকে আমাদের বাঁচতে আছে বিনোদন যা ইন্টানেটের অপর এক অবদান। আগে দেখা হতো শুধুমাত্র দূরদর্শনে কিন্তু এখন এই নতুন প্রজন্মের বাচ্চা, যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে আমাদের দাদু দিদারাও ইন্টারনেটের সাহায্যে বিনোদিত হচ্ছে। যেমন অ্যামাজনপ্রাইম, নেটফিলিক্স, ডিসনি, হটস্টার যাদের আমরা ও টি টী প্লাটফর্ম বলে জানি। আমাদের মাতিয়ে রাখার জন্য নতুন নতুন সিনেমা, ওয়েবসিরিজ ইত্যাদি মুক্তি পাচ্ছে তাতে। এছাড়াও বলাবাহুল্য আছে অনলাইন গেম পাবজী,লুডোকিং, ফ্রী ফায়ার প্রভৃতি গেমিং অ্যাপ।

ইন্টারনেটও তার বৃদ্ধির ফলে আমরা ঘরে বসেই বাজার, কেনাকাটা সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দৈন্দদিন জিনিস কিনতে পারি ফ্লিপকার্ট , স্ন্যাপডিল, আমাজন, বিগবাস্কেট আরও কত রকমের অ্যাপের মাধ্যমে।আরগুগলপে, পেটিয়েম,ফোনপে,এইসব অ্যাপে জলেরবিল, বিদ্যুৎবিল, ফোনরিচার্জ ইত্যাদি আমাদের জন্য ঘরে বসে বিল আদায় করে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এর পাশাপাশিতো আছেই নেটব্যাংকিং ব্যাবস্থা যার মাধ্যমে আমরা যে কোনো জায়গা তেই উপস্থিত থাকি না কেন আমাদের জরুরী অবস্থামতো ব্যাংক থেকে অনলাইন অর্থ নিয়ে আমাদের কাজে লাগাতে পারি।

তারপর আরও কত রকমের অবিস্মরণীয় সুযোগ এনে দিচ্ছে ইন্টারনেট। আজকাল বিবাহ যা কিনা পাত্র-পাত্রীদের ঘরে বসে ঠিক করা হতো তা এখন অনলাইনে বসে পাত্র-পাত্রী খুঁজে বিবাহ ঠিক করা হচ্ছে শাদি.কম, বেঙ্গল ম্যাট্রিমনি, জীবমসাথী.কম আরও হরেকরকম অ্যাপের দ্বারা।

আমরা সবাই ভ্রমনপ্রিয়। এই ভ্রমণের ইচ্ছাটা কে অনেক সহজলভ্য করে দিয়েছে ইন্টারনেট। কোথাও যাবার আগের থেকে রেলবুকিং, এরোপ্লেন বুকিং করা এখন আমাদের হাতের মুঠোয়, হিন্দিতে যাকে বলা হয়ে থাকে “বাঁয়ে হাত কা খেল।“

এসববুকিং- টুকিং করে সেখানে গেলাম তারপর সেখানে থাকার যায়গার চিন্তা? চিন্তা নেই তার জন্য ইন্টারনেট আমাদের জন্য ব্যাবস্থা করে রেখেছে অনলাইন হোটেল বুকিং নামে , যা আমরা ঘরে বসেই যে কোনো সময় করে দিতে পারছি ট্রিভাগো,গো আইবিবো, মেকমাইট্রিপ ইত্যাদি অ্যাপে। তারপর এখন কোথাও যেতে হলে হাঁটারও দরকার হয় না যেখানে ওলা , উবের-এর মতো অ্যাপ আছে। ঘরে বসে বুকিং করে নিলাম আর গাড়ি হাজির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দোরগোড়ায়। এমনকী রান্নারও ঝঞ্ঝাট থাকেনা। অনলাইনে নিজেদের পছন্দমতো বুকিং করো আর নিজের বাড়ির ঠিকানা বলে দাও। খাবার ঘরের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে।

অনলাইনে নতুন নতুন জিনিস শেখার এবং চাকরি খুঁজে পাওয়ার অনেক সুযোগ করে দিচ্ছে ইন্টারনেট। বিভিন্ন ধরণের অনলাইন অ্যানিমেশন , গ্রাফিক্স ইত্যাদি কোর্স করা যায় এবং নকরি.কম, লিংকেন ডিন গ্রাসডোর প্রভৃতি অ্যাপের মাধমে আমাদের চাকরি করার সুযোগ হয়ে যাচ্ছে।

অনলাইন শিক্ষাব্যাবস্থাকে আরো সুবিধা করে দেওয়ার চমৎকারী বস্তু হল উইকিপিডিয়া, যেখানে আমরা যাই চাই না কেন হাতি ,ঘোড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন নামী দামী কোম্পানী, বিখ্যাত ব্যাক্তির জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারি। এতে আমরা যে কোনো তথ্য জানতে ও সরবরাহ করে থাকি। এনসাইক্লো বোটানিকার বিকল্পই বলা চলে এই অ্যাপকে।

আমরা পুরোপুরি অচল ইন্টারনেট ব্যাবস্থাকে ছাড়া। খাওয়া-দাওয়া, কেনাকাটা থেকে আরম্ভ করে এমনকি চাকরি ও পড়াশোনা করার জন্য আমরা অসহায়ভাবে ইন্টারনেটব্যাবস্থার উপরনির্ভরশীল।১৯৬০-এর দশকে তৈরি এই ব্যাবস্থা আজ আমাদের জীবনের বহুমূল্য সম্পদ।

WEBBING THROUGH THE PANDEMIC

Simran Khatoon

Department Of Journalism And Mass Communication.
Semester-2
Khudiram Bose Central College.

At times, we so much get accustomed to the old customs that we fail to notice that the times have changed, and it's time for us to mix with the change. Before a year the students were kept out of the computer or mobile phone, but now the scenario has changed. Now parents are giving wifi to their wards for attending online classes. This is nothing less than a miracle for the students.

The world is full of extraordinary things but it has been more unique when Internet was invented. The history of the Internet began to take root out year after year and now internet is taking the whole world towards more prosperity and success. Internet is playing a huge role in today's education system as well as in the social media activism too.

It is undeniable that the internet is very useful and helpful during the educational process. Today's education process has changed due to the use of the internet. Teachers today use it to supplement lessons, communicate with the students and even hold online lectures and courses overseas. The widespread use of the internet has opened up education in poorer countries and distant learning opportunities for a broader range of people. In fact, it can be claimed that the internet has erased any boundaries in education.

Besides this, Internet has also made the youth more energetic and enthusiastic towards their moral rights. The youth are now easily involving in social media movement as it can reach thousands of people in seconds.

Social movements have existed before the Internet, but the nature of social movements has been modified through the Internet. The online world's beneficial impacts are clear, but these impacts are accompanied with drawbacks. Online movements are able to scale up dramatically and more quickly.

The impact of online movements has seen a lot of growth since the introduction of the internet. With the accessible medium of social media, internet activism has reached the forefront of the internet. Through the use of social networking sites such as Facebook and content-sharing sites as YouTube, the opportunity for wide-scale, online social participation has increased.

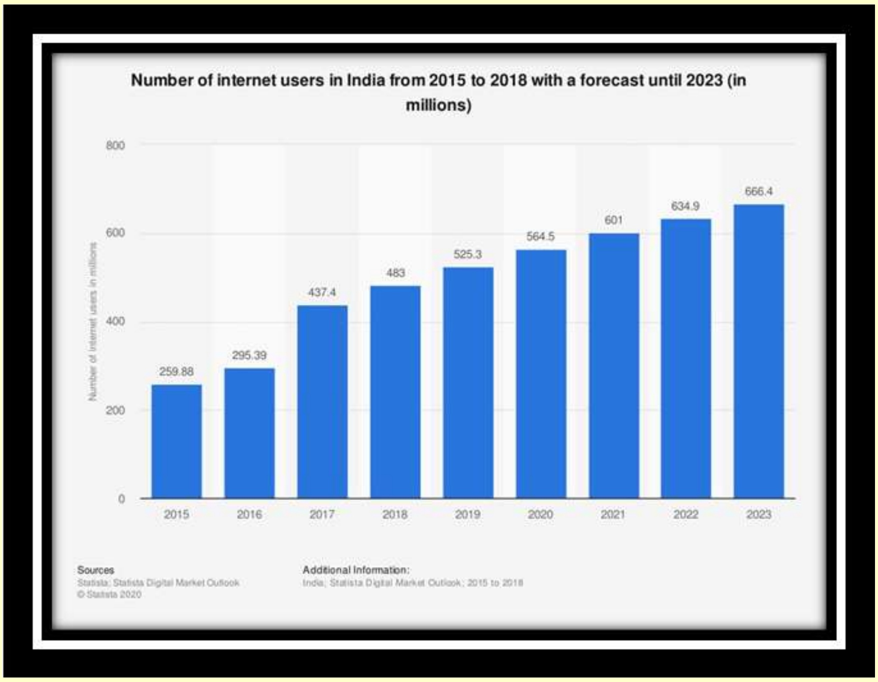

Before 2007 no one knew Nisha Madhulika but now she has millions of fans and subscribers, as Nisha started a blog, writing on how to cook Indian vegetarian recipes. In 2011, she launched a food and recipe YouTube channel that now has over 18 million views every month. She has over 6.3 million subscribers on her YouTube channel and 1,118,036,995 views as on 4November 2018. By 2011, she had written over 100 cooking recipes on her blog. Alsoin 2016, she was named by Economic times among "India's top 10 YouTube superstars". Nisha has earned this huge popularity only after stepping into the digital content-sharing sites.

Even during this pandemic ofCOVID-19 internet is still being very important for the whole world. In India, an app named 'Arogya Setu' was developed by the National Informatics Centre. The stated purpose of this app is to spread awareness of COVID-19 and to connect essential COVID-19 - related health services to the people of India. Aarogya Setu crossed five million downloads within three days of its launch, making it one of the most popular government apps in India. It reached 100 million installs by 13 May 2020 that is in 40 days since its launch. NITI Aayog CEO revealed that "the app has been able to identify more than 3,000 hotspots in 3–17 days ahead of time".

Internet has become an incredible invention for humankind. It has become a very essential part of life for today's generation. From earing for lifestyle to ordering food internet has become necessity for everyone.

The desire for the digital world of internet is increasing day by day. As in 2015 the number of internet users was 259.88 million all over India and in two years it has increased to 437.4 million users. Recently in 2020 it further increased to564.5 million users of internet. Records have said that in more than three years, which is2023 the graph can reach to 666.4 million users of internet all over India.

Hence it won’t be very wrong if we say that internet has become an integral part of our lives. We literally depend on it in our day to day lives. The business of internet is flourishing and taking India to a steady position of digitization. It has been a savior in this historic lockdown period and served the mankind to an extent where we literally depend on it for anything and everything.

লকডাউনে খেলার রূপ বদল

তুহিন ঘোষ

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

"সমস্যা তোমাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য আসে না , সে আসে যাতে তুমি নতুন পথ খুঁজে পাও। "- এই সমস্যায় সারা বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত , বিভিন্ন দেশ নিজের মতো করে এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। কারণ কোনো সমস্যাই পৃথিবীকে থামিয়ে দিতে পারে না। মানুষ যেকোন সমস্যার সাথে লড়তে জানে , জানে কিভাবে টিকে থাকতে হয়। আবার আগের মত হাসতে চাইছে। আনন্দে উচ্ছল হতে চাইছে। কথায় আছে না survival of the fittest মানুষ তাই যোগ্যতম হিসেবে এই মারণ ভাইরাসকে হারিয়ে জিততে চাইছে।

করোনা অতিমারীর জেরে পুরো পৃথিবী বেশ কিছুদিনের জন্যে যেন থেমে গিয়েছিল। সেই চিত্র জাল বুনেছিল খেলার ময়দানেও। এরকম একটা মন খারাপ করা সময়ে ফুটবলের আসর বসিয়ে প্রথম এক ঝলক টাটকা বাতাস যেনো বইয়ে দিল দক্ষিণ কোরিয়া। কিছু মানুষের জন্য খেলাকে এবং খেলার

প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে রাখার জন্য এই ফাঁক পূরণের লড়াইতে নাম লেখাল বুন্দেসলিগা। করোনাভাইরাস এবং লকডাউন এরপর 16 মে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম ম্যাচ বরুশিয়াল বনাম FC Schalke 04। ওই ডার্বি ম্যাচে Erling Haaland -এর পা থেকে আসে ম্যাচের প্রথম গোল , তার সাথে তার প্রতিযোগিতা 10 তম গোল এবং তারও সাথে লকডাউন এরপর প্রথম গোল। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তে ম্যাচ শুরু হয় এবং 4-0 গিয়ে শেষ হয়। দর্শক না থাকলেও উদযাপনের কোন কমতি দেখা যায়নি খেলোয়াড়দের মধ্যে, খেলা জে তার পর বরুশিয়ালের খেলোয়াড়রা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একসাথে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে এবং এই দৃশ্য দর্শক মাঠে বসে উপভোগ করতে না পারলেও তারা বাড়ি বসে উপভোগ করেছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।শুরুর দিনই মাঠে নামে 12টি দল। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শ্যালকের মুখোমুখি হবে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। 25 ম্যাচে 55 পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে বায়ার্ন মিউনিখ। সমান ম্যাচে 51 পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।লকডাউন এর পর দ্বিতীয় বড় খেলা চালু হয় 11 জুন, লা লিগা ফুটবল পায়ে মাঠে নামতে প্রস্তুত হয়। প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় সেভিলা এবং রিয়েল বেটিস এর মধ্যে। এই ম্যাচটিতে সেভিলা 2-0 গোলে জয়ী হয়। দর্শকশূন্য গ্যালারিতে খেললেও খেলোয়াড়দের দেখে মনে হচ্ছিল না উচ্ছ্বাসের কোন কমতি আছে। সাংবাদিক , ফটোগ্রাফার, টিভি, লিগ ও দুই ক্লাবের স্টাফ, বল বয়, সব মিলে ম্যাচ চলার সময় সর্বোচ্চ 300 জন থাকতে পারবে স্টেডিয়ামে। 16 বছর বয়সী চার জন বল বয় থাকবে , যারা কিছুক্ষণ পরপর জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করবে। প্লেয়ারদের অভ্যাস থাকে মাঠে যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, কিন্তু তা আর দেখা যাবে না মাঠে যেখানে

সেখানে থুথু ফেলতে পারবেনা খেলোয়াড়রা। অনেক সময় খেলো য়াড়দের অভ্যেস থাকে বল এ চুমু দিয়ে শর্ট মারা, তাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সব জল্পনা কাটিয়ে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চালু হয় 17 জুন। 100 দিন পর মাঠে ফিরছে ফুটবল মানুষ আবার খেলা দেখার সুযোগ পাবে কিন্তু গ্যালারিতে বসে নয় খেলা চলবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে।

৪ ই জুলাই অবশেষে শুরু হলো লকডাউন এরপর প্রথম ক্রিকেট খেলা ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে। করোনা ভাইরাসের কারণে টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ, এশিয়া কাপ, ভারতের জনপ্রিয় খেলা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ইত্যাদি খেলা বাতিল করা হয়ে ছে। পৃথিবী বিখ্যাত অলিম্পিকের মত প্রতিযোগিতাও পিছিয়ে দিয়েছে নিজেদের আসর , অলিম্পিক 2021 খেলা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই ভাবেই নানান প্রচেষ্টা করা হচ্ছে নানান স্পোর্টস ক্লাবের দ্বারা। সবাই চায় সুরক্ষা বিধি মেনে খেলা চালু করতে। খেলা কর্তৃপক্ষদের খুব ই ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে সব কিছু মাথায় রেখে খেলা পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এসে পড়ছে নানান সুরক্ষার নিয়ম , সুরক্ষার নতুন নিয়মের মধ্যে দিয়েই খেলোয়াড় রা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খেলোয়াড়রা লড়তে প্রস্তুত বিরোধী টিমের সাথে এবং মহামারীর সাথে।

HEARTS OF THE SPORTS IS BEATING ONCE MORE

Tathagata Ghosh

Department Of Journalism and Mass Communication.
Semester-2
Khudiram Bose Central College.

"You are a good soldier/Choosing your battles"- Yes....It is a battle, for the players and the fans too. Sports – a six letter word is enough to make your adrenalin more active. The battle which can give someone limitless joy but sometime it hurts also. Sports connect directly to the people's hearts. However this infield sports battles and madness for sports was missing since many days as Corona Virus grabbed all the stadiums. But after the Covid-19 pandemic and lockdown at last the madness of sports are back on its way. Once more the hearts of the fans are beating. There are players in the field fighting for their glory. Yet there are some big changes, like empty stadium and social distancing for the players and the football stuffs.

Germany's Bundesliga was the first major sports event and European football league to restart after the Corona virus lockdown. On 16th may it was a derby between Borussia Dortmund and FC Schalke 04. The match ended at 4-0 as Erling Haland becomes the first goal scorer after the Covid-19 break who scored a screamer at the 29th minute of the match. The famous yellow wall of Dortmund was missing as the match was played in an empty stadium. There was an awkward silence in the stadium but also there was joy streaming in everyone's faces. After that Bayern Munich has already been the champions this season. There was "Championies... Championies" shouts spreading out from Bayern's dressing room.

The second major sport event was restarted on 11th June was the Spanish football league La Liga by hosting the Sevilla Derby which was played between Sevilla FC and Real Betis. Teams like Barcelona and Real Madrid played their matches. There was a big turnover in the table as Barcelona was on the top of the table before lockdown but now Real Madrid is on the top of the table and Zidane's team now have been the champions of the 2019-20 season. The turnover once more makes us fill that how much unpredictable football is.

After that on June 17th English Premier League was restarted by a match between Aston Villa and Sheffield United which was ended by a draw. Under the leadership of Jurgen Klopp Liverpool FC have already been the champions this season after 30 years. We watched tears of happiness falling down from the eyes of the Red Army. The joy outbreaks as the fans celebrated a whole night in the streets of Liverpool city. Klopp was not happy about the celebration as there was no maintaining of social distance. Seria A was restarted on 20th June. Players like Paulo Dybala who was tested Covid positive two times, returns to the field and scored some amazing goals in the field. Who showed us if we can believe in ourselves and follow the rules Corona Virus will face defeat at the end.

The fans of Messi and Ronaldo both are happy after seeing them in the field. But the LM10 fans were in celebration as Messi completed his 700th career goals. It was a goal from the penalty spot against Atletico Madrid. When he

sends the ball into the nets by a panenka shot, there was a shout of joy from the commentators voice “Owww beautiful!” That’s what we want to see, we need to see. Because that moment give us a joy and happiness what we need mostly at that moment. The UEFA Champions League will begin in august with an edited schedule. All the sports hearts are eagerly waiting for the tournament to begin. That’s how sports giving us “Winds with happiness” and encouraging us to fly once more.

Cricket was also restarted on 8th of July. It is a Test match between England and West Indies which is running. The ball bounces in the pitch once more. Shouts coming out form the players. Batemans are hitting the ball towards the boundary. But events like T-20 World Cup and Asian cup was cancelled due to the Covid pandemic. In the racing tracks Formula -1 was also started. World famous sports tournaments like Olympics and UEFA Euro will be played in 2021.

Throughout all these sports events so much positivity is spreading in the whole world. The league authorities have created some beautiful initiatives on the stadium. La Liga has equipped virtual sound system to create the fans noise in the stadium. They also played round of claws in the 20th min of every match to respect and encourage the Covid warriors. It makes us feel that the football fans are not there but there also. The whole football stadium is fulfilled with positivity and feelings of joy. These small steps can bring a big change in the time of this Covid war. Now we really can hope that the day is not so far away when all will be the same once more and we will be singing the national anthems along with the players once more.

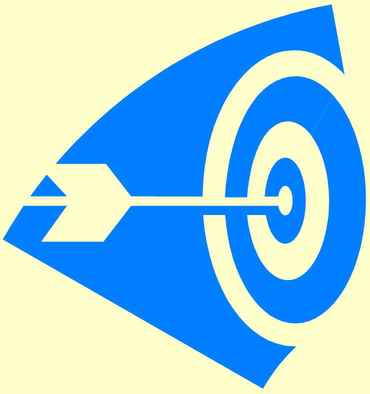

বিনোদনের পালা বদল

অনিক বিশ্বাস

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

বিদ্যা বালান বলেছিলেন, 'ফিল্মে তিন চিজো পে চলতি হ্যাঁয় ,'এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারটেইনমেন্ট আউর এন্টারটেইনমেন্ট।' আর ভারতীয়দের এন্টারটেইনমেন্ট তালিকায় শীর্ষেই রয়েছে ফিল্ম বা সিনেমা। একটা সময় ছিল,যখন হলগুলোর সামনে লাইন পড়তো, সিনেমা চলাকালীন নায়কের সংলাপে উড়ে আসতো পয়সা,সিটি পড়তো হল জুড়ে।সারা সপ্তাহে কাজের পর একদিনের ছুটি রবিবার। সেদিন দুপুরে কব্জি ডুবিয়ে কষা মাংসের ঝোল, আর তার পর বিকেলে পছন্দের নায়কের সিনেমা দেখার ধুম চলে আসছে সেই বহু বছর ধরে। এমনকি হল থেকে বেরিয়ে পছন্দের নায়কের স্টাইল নকল করতেও পিছুপা হননি ফ্যানেরা। জিতেন্দ্রর সাদা জামা-প্যান্টের স্টাইল, সলমনের চুলের ছাঁট, আমিরের বাহারি দাড়ি বা সইফের চশমার স্টাইল পর্যন্ত নকল করে নিজের পছন্দের হিরোর মতো হতে চেয়েছেন দর্শক। সময়ের স্রোতধারায় মানুষের স্বাদ বদলেছে, নায়কের সাজও বদলেছে। কিন্তু সিনেমার প্রতি ভারতীয়দের ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। তবে বিবর্তন হতে হতে বিনোদনের অনেকটা জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে ওয়েবসিরিজ। যা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে ও টি টি(ওভার দ্য টপ) প্লার্টফর্ম। ফলে ঘরে বসেই দর্শক যখন খুশি চেখে দেখতে পারছেন নানা ধরণের ওয়েবসিরিজের স্বাদ।

আর এখন এই করোনার আবহে যেহেতু অন্য সবকিছুর মত হল গুলোও বন্ধ, সেকারণেই আরো বাড়ছে নেটফ্লিকস, অ্যামাজনপ্রাইম এর মত প্ল্যাটফর্মের জনপ্রিয়তা। নতুন পুরনো নানা ধরনের গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে একের পর এক ওয়েবসিরিজ। এমনকি বড় বড় সিনেমার পরিচালকরাও বর্তমানে তাঁদের সিনেমা মুক্তির জন্য ও টি টি প্লার্টফর্মের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

সারাবিশ্ব ব্যাপি ও টি টি প্ল্যাটফর্ম যেভাবে তাঁদের বাজার বাড়াচ্ছে, তাতে সকলেরই ধারণা মানুষের বিনোদনের এই নতুন ধারা-ই সিনেমার ভবিষ্যৎ। 'সেক্রেডগেমস','দ্যা ফেমেলি ম্যান','দ্য ফর্গটন আর্মি', 'অসুর' সহ বহু ওয়েব সিরিজের সাফল্যের পর এবার শুরু হয়েছে বড় পর্দার ছবির এইসব প্লাটফর্মে আগমন। অমিতাভ বচ্চন আর আয়ুষ্মান খুরানা অভিনীত 'গুলাবো সিতাবো' দিয়েই ভারতে সূত্রপাত হল এই নতুন ধারার। করোনার কারণে যখন সব কিছু বন্ধ, হলে মুক্তির আশা ত্যাগ করে 'গুলাবো সিতাবো'-এর পরিচালক সুজিত সরকার তখন ও টি টি প্লাটফর্মে তার সিনেমা মুক্তির সিদ্ধান্ত নেন। আর বলা বাহুল্য আকাশ ছোঁয়া সাফল্য পান।মুক্তির অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈরি করে ফেলে নতুন সব রেকর্ড। ১০০ কোটি টাকাতে যেমন বিক্রি হয়েছে 'অ্যামাজন প্রাইম'- এ, তেমনি দর্শকদেরও মন জয় করতে পেরেছে ছবিটি।

ইতিমধ্যেই অন্য আর একটি সিনেমাও ঝড় তুলেছে ও টি টি প্লাটফর্মে। ডিসনি প্লাস হটস্টার-এ মুক্তি পেয়েছে সুশান্ত সিং রাজপুতের শেষ সিনেমা 'দিল বেচারা'। শুধুমাত্র ট্রেলার দিয়েই বিশ্ব রেকর্ড গড়তে সফল এ সিনেমা। সব থেকে কম সময়ে মিলিয়ানে পৌঁছানো ট্রেলারে 'দিল বেচারা' সবার ওপরে। এ থেকেই আন্দাজ করা যায় এ সিনেমার জনপ্রিয়তার পারদ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন কিছুদিনের মধ্যেই ও টি টি প্ল্যাটফর্ম বিনোদনের জগতে এক অন্য মাত্রা পাবে। এছাড়া বিদ্যা বালান অভিনীত শকুন্তলা দেবীর জীবনী, কুনাল খেমু অভিনীত কমেডি সিনেমা লুটকেসের জন্যেও দর্শক যথেষ্ট উত্তেজিত।

শুধু যে এ দুই সিনেমা লকডাউনে বন্দী যুগিয়েছে তা নয়। 'পাতাল লোক', 'আরিয়া', 'হাসমুখ' এবং কিছুদিন আগে মুক্তি পাওয়া 'ব্রিথ' নামক ওয়েব সিরিজও সিনেমা প্রেমী মানুষদের মুগ্ধ করেছে। এবং আশা করা যায় আগেও এমন ভাবে দর্শকের মন জয় করা ওয়েব সিরিজ আসবে ও টি টি প্লার্টফর্মে।

এছাড়া যেহেতু লকডাউন চলছে দীর্ঘদিন ধরে, তাই সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্স সেই থেকে অবরুদ্ধ। ঘরবন্দী মানুষ মনোরঞ্জনের জন্য তাই ‘ওভার দ্য টপ’ (ও টি টি) প্ল্যাটফর্মে ঝুঁকেছেন। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, চারজনের মধ্যে তিনজনই ওটিটি–তে ছবি দেখা পছন্দ করছেন। একজন মাত্র এখনও বড় পর্দাতেই ছবি উপভোগ করতে চান। ছবি দেখার অভ্যাস পরিবর্তন নিয়ে ওই সমীক্ষায় অ্যাপ পরিবেশক সংস্থা ‘মোম্যাজিক টেকনলিজ’ জেনেছে, ৫৪% শতাংশ দর্শক এখনও সিনেমা হলে গিয়ে পপকর্ন খেতে খেতে ছবি দেখার অভাব বোধ করেন। ৪৪% করেন না। ‘মোম্যাজিক টেকনলিজ’–এর সিইও, প্রতিষ্ঠাতা অরুণ গুপ্তা বলেছেন, ‘ অন্তত ৭২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তাঁরা আর টিকিট কেটে ছবি দেখার অর্থ ব্যয় করতে চান না। ২৭% জানিয়েছেন, টিকিটের দাম যা-ই হোক, তাঁদের কিছু এসে যায় না। এছাড়া ৭৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, হলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ছবি দেখার আনন্দই আর থাকবে না। ২৩% বলেছেন, সামাজিক দূরত্বে ছবি দেখায় তাঁদের সমস্যা নেই। অপর একটি প্রশ্নে ৭২% উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা বরং বড় পর্দার টিভি কিনে বাড়িতে ওটিটি-র ছবি দেখবেন। হলে যাবেন না। অন্যদিকে ৪৪ শতাংশ দর্শক জানিয়েছেন, তাঁরা সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্সে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। ২৬% জানিয়েছেন, তাঁরা হলে যেতে আর তেমন

উৎসাহী নন। ১৫% জানিয়েছেন, করোনার আবহে তাঁরা সিনেমা হলে যাওয়ার কথা ভাবছেনই না।

যদিও পরিসংখ্যানে বহুমত পাওয়া গেছে, তবে লকডাউনের বাজারে, সিনেমা হল যে খোলা সম্ভব নয়, তা আমরা সবাই জানি। তবে সিনেমা হল না খুললেও ও টি টি প্ল্যাটফর্মে বড় সিনেমা মুক্তির যে ধুম শুরু হয়েছে তাতে একথা বলাই যায় বদলে যাওয়া এই পৃথিবীতে বিনোদন পিছিয়ে থাকবে না, শুধু বিনোদনের সামান্য রূপ বদল হবে মাত্র।

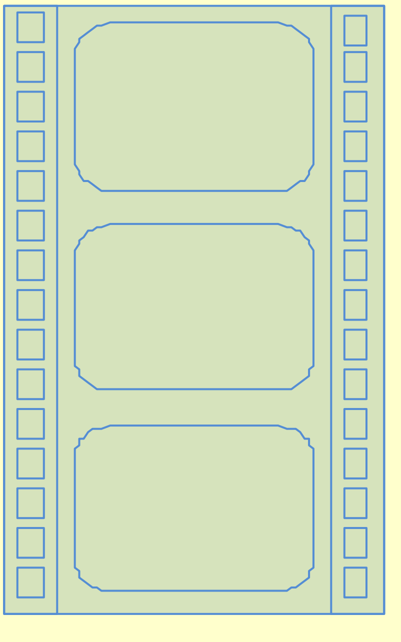

QUARANTINED SILVER SCREEN –THE SHIFT OF MULTIPLEX PLATFORM

Kallyani Jana
Journalism and Mass Communication
2nd Semester
Khudiram Bose Central College

There was a time when movie lovers would go the Cinema halls and lineup. They would have teamed up to watch the movie First day first show, to witness the chemistry onscreen of their favorite hero-heroine but the scenario drifted totally following the present situation. Everyone is being a prisoner at home during this Corona affected disaster. Even though the medium of entertainment has changed, movie lovers are enjoying watching movies at home.

Due to Corona cinema halls remain shut throughout India. So the movies that are scheduled to release this year were facing a crisis. The nationwide lockdown amid the Corona virus pandemic that started towards the end of March, is about to see some relaxation. Many cities across the country have started to enter the 'Unlock phase'. Still it is uncertain when the theatres will open. So the film industry comes up with a tech savvy solution and Bollywood producers are deciding to release movies on OTT platform one by one. Since many people were stuck at home during the lockdown phase, the streaming platforms put their best to save the purpose and entertain audience.

Sujit sarkar's "Gulabo Sitabo" came as the first Bollywood cinema to premiere on OTT platforms like Amazon prime. Starring big names like Amitabh Bachchan and ayushman khurana, it paved the way for the rest of the industry. The combined efforts of director Sujit sarkar and writer juhi chaturvedi have always worked wonders in wining the hearts of the audiences. After "Vicky

donor”,” October “and “Piku” the pair returned with “Gulaabo Sitabo” to create history in the success story of the internet platform.

Late actor Sushant Singh Rajput's last project “Dil bechara”, also starring Sanjana sanghi,is slated to release on July 24 in OTT platform Disney plus Hotstar,on Tuesday. The trailer of “Dil Bechara” surpassed the record of superhero film avengers: Endgame, to become the most liked trailer on YouTube in 24 hours. It is all set to break more records as it has ranked in over 24 million views and has been liked over 5 million times within just 24 hours of it’s launch. A tribute shall be paid to late Sushant Singh Rajput and his love for cinema, by making the movie available to all subscribers and non-subscribers.

Following “Gulaabo Citabo” starring Amitabh Bachchan and ayushman khurana which was released online, Akshay Kumar’s movie “ Laxmi bomb” is about to release online. Several movies are being released on Hotstar. “ Lakhshmi Bomb” has a huge fan base since long. Akshay himself wanted the movie to be released on the big screen. However considering the present situation it is not possible. “Sadak-2” of Mahesh Bhatt is remade after years and it is also slated to release on Disney plus Hotstar. Alia and her father have been trolled on social media after sushant's death. Although she didn’t comment on it, Alia Bhatt has opened her mouth about the online release of the movie.

Besides the movies, web series like " Patallok"," Aarya", "Hasmukh", "Betal" are gaining much applaud. Recently Abhishek Bachchan" Breath: Into the Shadows", released on Amazon prime

Originals and Anushka Sharma film "Bulbul" on Netflix originals received mix reviews but did well and were appreciated too. A lot of Bollywood celebs have been shifting to web series in recent years and in upcoming series as well. Ranging from "sacred Games", "inside Edge", "Breathe", lot of stars are making their debut. Saif Ali khan was among the first big stars to venture into web series with Netflix's show "Scared Games". "Arshad Warsi" made a name for himself in Bollywood with his impeccable comic timing. However, with his first Web series "Asur", he once again proved his acting prowess. Apart from a few TV commercials, Karishma Kapoor made a comeback with ALT balaji's "Mentalhood". "Aarya" was one of the best series to have featured this year streaming on Disney plus Hotstar and Susmita Sen's performance must get a considerable chunk of the credit for the show's high approval ratings. Abhishek Bachchan is the latest entrant from Bollywood into the web series world with " Breath: into the Shadows", the second instalment to Amazon's hit show Breath.

Even though the Cinema halls are closed, people have chosen to entertain themselves at home through the various online platforms. This digital world comes as a savior to satiate the entertainment hungry audiences of India and make the content available globally through these online platforms.

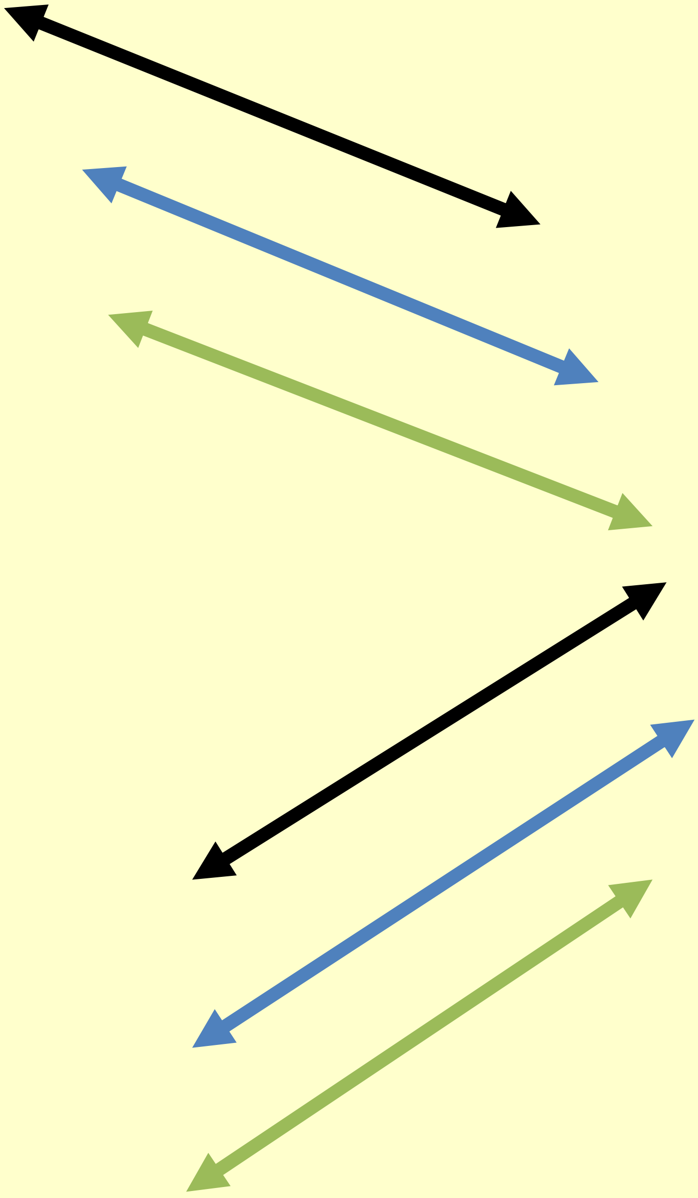

যা থাকল একই

THE IMMUTABLE

বর্ণহীন সমাজ গড়ার ডাক

সুকন্যা চ্যাটার্জী

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে দেশ ও বিশ্ব জুড়ে "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার " - এর মতো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দানা বেঁধেছে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে। পরিবর্তন আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষ। অতিমারির ভয় ও তাঁদের রুখতে পারেনি। গায়ের রং কে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ 'কোভিড-১৯' এর আতঙ্ককে মনের মধ্যে নিয়েও মাস্ক পরেই পথে নেমেছেন। সমবেত প্রতিবাদে পিছু হটেছে প্রশাসন ও।

জর্জ ফ্লোয়েডের মৃত্যুকালীন কাতরোক্তি "আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না "- পথচারীদের তোলা এই নৃশংস ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই তা বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। সমগ্র আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। অন্যান্য দেশেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

"দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খানখান "..... ব্ল্যাক লাইভস আন্দোলনে উত্তাল হয়েছে ব্রিটেনও। ব্রিস্টলবাসীরা ছুড়ে ফেলে তথাকথিত বিখ্যাত এডওয়ার্ড কোলস্টন এর মূর্ত, যিনি আফ্রিকা থেকে দাসেদের এনে কেনাবেচা করে ধনী হয়েছিলেন।

আমাদের এই দেশে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি অনুরাগ একধরনের আত্মঅবমাননা। কেননা অনার্য ভারত, কৃষ্ণাঙ্গ ভারত আমাদের অতীত ও ঐতিহ্য। কবি বলেছেন," কৃষ্ণ

কালো তমাল কালো , তাই তমালে ভালবাসি "। ত্বক ফর্সা করার ক্রিম নিয়ে সারাবিশ্বে সমলাচোনা যখন তুঙ্গে তখন আমাদের দেশের একটি বিখ্যা ত ফেয়ারনেস ক্রিম প্রস্তুতকারক সংস্থা হিন্দুস্থান ইউনিলিভার কোম্পানি ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির নাম বদলে ফেলে গ্লো অ্যান্ড লাভলি রেখেছে। আমাদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের মধ্যে এই কৃষ্ণানুরাগ রয়েছে।আমাদের সকলের প্রিয় কবিগুরু বলেছেন , "কালো? তা সে যতই কালো হোক /দেখেছি তার কালো হরিণ - চোখ"। এছাড়াও বৈবাহিক ওয়েবসাইট শাদি ডট কম বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে চলমান বিক্ষোভের প্রতি সংহতি জানানোর জন্য 'ফেয়ারনেস' শিরোনামে একটি অনুসন্ধান ফিল্টার সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি সরকারি স্কুলে শিশুদের পাঠ্যক্রমের বইয়ে 'ইউ' অক্ষরের অধীনে 'কুৎসিত' শব্দটি ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো কালো ব্যক্তির ছবি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করার প্রতিবাদে অভিভাবক রা একজোট হয়েছেন। । বইটি রাতারাতি স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে নিতেবাধ্য হয়েছে। সরকারি বুকলিস্ট লঙ্ঘনের জন্য দুই স্কুল কর্মকর্তাকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এই বিশ্বজুড়ে ঘটে চলা এই তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। যেন শ্বেতাঙ্গ হলেই সুন্দর হওয়া যায়,এই ভুল ধার ণা থেকে মানবসংস্কৃতি বেরিয়ে আসছে ।মানবসমাজের কৃষ্ণবর্ণের মানুষদের মহিমা ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে শিখছি এবং উচ্চারণ করতে করতে শিখছি । মানবসভ্যতার কাছে এই বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। জেসন হোল্ডার থেকে শুরু করে উইসেন বোল্ট,ড্যারেন সামির মতো কিংবদন্তিরা প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন।

" আমি ভয় করব না ভয় , করব না"-সত্যিই ভয় না পেয়ে আজ আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরাও প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। সেখানে তৈরি হচ্ছে কিছু মন ভাল করা দৃশ্য , কোথাও একদল শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান নতজানু হয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে ক্ষমা চাইছেন বহু বছর ধরে ঘটে চলা অন্যায়ের জন্য।এই অস্থির সময়ে মানুষের ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখে আমরা অভিভূত। এক নয়া আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সচেতন, সুশিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত হতে হবে। সাদা না কালো সেটা কথা নয় ,আমরা মানুষ এটাই যেন শেষ কথা হয়।

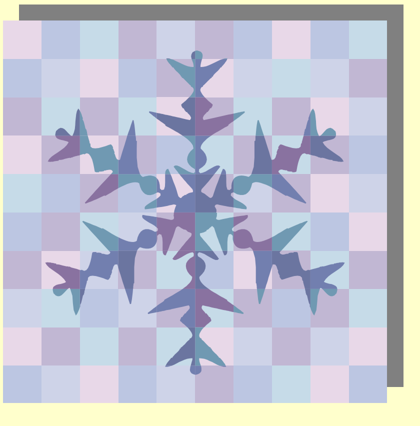

BLACK LIVES MATTER

Anwesa Das
Journalism and Mass Communication
2nd Semester
Khudiram Bose Central College

"Black detraction will find faults where they are not" - Phillip Massinger.

From the beginning of creation, the dark skinned have been suppressed by the white skinned people. 'Black' is just a word, but from our childhood we have noticed that the society refer this term, to indicate the "**Demon**" or some negative aspects. On the other hand some people try to protest against this type of mentality as much as possible and it is also true that a huge number of people in our society support the "Black". "Black" people are also "**Human**". They have the equal rights to live like others. They believes that -**"*The black skin is not a badge of shame, but rather a glorious symbol of national greatness*"** by ***Marcus Garvey***

The murder of George Floyd in May at the hands of Minneapolis police officer sparked an outcry from tens of thousands of protesters taking to the streets in

June proclaiming **'Black Lives Matter'**. This took place during the world wide pandemic that has inconsistently impacted communities of colour and poor.

"Black Poetry is not for Black People...it is for everybody" - Nikki Giovanni.

Black Lives Matter makes some changes in society. Some products were advertised as dark spot reducer, but have been used for many people to brighten and lighten their skin tone. They were predominantly sold in Asia or Middle East. By the revolutionary movement some famous brand changes their norms or advertising announcement. **Johnson & Johnson** announced it would stop selling products that had been used by some people to lighten their skin tones. As a result of this revolution, a good impact has been seen in a very popular fairness cream product in India. They have changed their fairness cream name where they have replaced the term fair by glow. In our country a well-known matrimonial site has also banned their fairness filter tab from the application.

"The black skin is not a badge of shame, but rather a glorious symbol of national greatness" - Marcus Garvey.

In Washington forty percent of the people experiencing such a nationwide transformations – a phenomenon fuelling the Black Lives Matter protests that have swept the country and forced racial reckoning in communities. The protests reflect demographic changes that scientists have long predicted would hit America around 2020 as the country moves closer toward becoming majority-minority. As the young divers group enters adulthood, it's challenging the cultural norms and political views of older Americans. This obstacle creates a worldwide revolution. Black Lives Matter protesters don't always prioritize defunding police down or tearing down confederate status.

শূন্য থেকে শিখরে

নীলাঞ্জণা শূর

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

"আমার স্বপ্ন যে সত্যি হলো আজ "–হ্যাঁ স্বপ্ন সবারই সত্যি হয় যদি পথ সু নির্দিষ্ট থাকে৷ স্বপ্নপূরণ করতে গেলে জেদি হওয়াটা খুবই প্রয়োজন নাহলে স্বপ্ন , স্বপ্নই থেকে যায়৷এপিজে আবদুল কালাম বলেছিলেন - স্বপ্ন সেটাই যেটা আমাদের ঘুমোতে দেয় না।' এই কথাকে পা থেয় করে এই মুহূর্তে বলিউডে রাজত্ব করছেন একঝাঁক তারা। শূন্য থেকে শিখরে পৌঁছে আমাদে র সামনে হয়ে উঠেছেন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আসুন একঝলক চোখ বুলিয়ে নিই তাদের যাত্রাপথে।

কোনো পূর্বসূরী না থাকা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছেডানার ওপর ভর করে নিজের স্বপ্নের আকাশে উড়েছেন যারা, অদম্য ইচ্ছের জোরে, তাঁরা আজ হয়ে উঠেছে আমাদের আদর্শ যে জয় করা যায় তাঁর জ্বলন্ত উ দাহরণ–কঙ্গনা রানাওয়াত , সুশান্ত সিংরাজপূত , ইরফান খান, রাজকুমার রাও , নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী, আয়ুষ্মানখুরানা, মনোজ বাজপেয়ী, ভিকি কৌশল৷ যারা আজ টিন টুইন দের হার্টথ্রব।

যুগের নিয়মে চলে আসছে যে 'রাজার ছেলে রাজা হয় '। কিন্তু সময় আজকের দিনে প্রতিভাবানরাই সাফল্যে র মুখ দেখেন। বর্তমানকালে বলিউডের বেশীর ভাগ হিট মুভিগুলিযেমন –এম. এস. ধোনি(সুশান্ত সিং রাজপূত), নিউটন (রাজকুমার রাও), শুভ মঙ্গল জেয়াদা সাবধান (আয়ুষ্মান খুরানা), আংরেজি মিডিয়াম (ইরফান খান)প্রভৃতি হিট

মুভি গুলিপূর্বসূরীবিহীন তারকাদের অভিনয়েঅভিনীত । যাদের অভিনয় গুনে সমৃদ্ধ

হয়েছে তাদের বেশিরভাগই উঠে এসেছেন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে।

ঝলমলকরা তারকাদের জীবনশৈলী আগে কিন্তু এমনটা ছিল না, সকলের জীবন কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন , যেমন কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আবার কেউ রেডিওজকির জীবনছেড়ে অভিনয় জগতে এসে আমাদের মনে এক আলাদা স্থান ক রে নিয়েছেন। পূর্বসূরীহীন তারকারা অনেকটা জলের মতন, যেই পাত্রেই দেওয়া হোক না কেন সেই পাত্রেরই আকার ধারন করেন অর্থাৎ সকল চরিত্রই সেটা নায়ক হোক বা খলনায়ক সবেতেই তাদের অভিনয়ের জুড়ি মেলা ভার। তারই কিছু উদাহরণ – ভিকি কৌশলের প্রথম অভিনীত চলচিত্র ‘মাসান’ যেটিতে তিনি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং তাঁর অসামান্য অভিনয়ে সকল দর্শকের মনে স্থান করে নিয়েছেন। সুশান্ত সিং রাজপুতের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি চলচিত্র হল ‘এম. এস. ধোনি’ যেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনির চরিত্রটি অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। যা হয়তো অন্য কা রো পক্ষে সম্ভব ছিল না। দর্শকরা ছবিটি দেখবার সময় প্রত্যেকটি মুহূর্ত দারুন উপভোগ করেন এবং এক প্রকার বশীভূত হয়ে যান।

‘আমি নারী আমিও পারি’ কথাটির এক অন্যতম উদাহরণ হল কঙ্গনা রানাওয়াত । রানাওয়াত তাঁর ব্যাক্তিত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে জয় করেছেন চলচিত্র জগত। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে সর্বাধিক নজরকাড়া হল ‘কুইন’ যেখানে তিনি তাঁর অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ করে তুলেছেন তার

অভিনয় গুনে এবং দর্শকের মন আকৃষ্ট করেছেন। এইভাবেই এইসব অভিনেতারা নিজেদের চেষ্টায় একের পর এক সিড়ি বেয়ে উঠছেন সাফল্যের উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে।

নিজের অসামান্য কাজের জন্য তাঁরা নানান পুরস্কারে পুরস্কৃতও হয়েছেন , যেমন কঙ্গনা রানাওয়াত ২বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন এবং ৩বার ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার পান। সুশান্ত সিং রাজপূত ফ্লিমফেয়ার পুরস্কার , জি সিনেমা পুরস্কার , আই.আই.এফ.এ.-র মতো প্রমুখআরও পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। ইরফান খান পদ্মশ্রী, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ৪বার ফ্লিমফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। এইরকম বহু তারকাদের দখলে এই বড়মাপের পুরস্কার গুলি । এরাই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ যারা স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা রাখেন তারাই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বাকিরা তাদের অনুসরণ করেন মাত্র।

"MAKING IT COUNT"

"OUTSIDERS OF BOLLYWOOD MAKING IT BIG"

Sagnik Sengupta

Department Of Journalism And Mass Communication.
Semester-2
Khudiram Bose Central College.

"A dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world" the quote by Oscar Wilde,is a perfect reflection what our Indian Cinema exhibits. Sushant Singh Rajput's recent mysterious demise has sparked debates about Bollywood's closed culture and most highlightedly nepotism. Many suspect that he was ostracized by the industry which led to his demise, keeping aside all the negativity yet as hard as it might be; there are people who succeeded making it big in the industry with no prior connections. One of the significant and hefty example is none other than the Badsha of Bollywood popularly known as king khan.

Khan began his career with appearances in several television series in the late 1980s. He made his Bollywood debut in 1992 with Deewana, he rose into prominence starring in a series of romantic films, including Dilwale Dulania Lejayenge. Coming from grassroots and from a pure middleclass family The Badsha of Bollywood is among one of the most versatile actor Indian cinema has ever witnessed. "There's no such thing as a great talent without great willpower." Which means if you hold enough determination you can achieve great heights and speaking about will power and talent as a combination,

Ayushman khurana who was also honoured the National flim award back in 2018 for his excellence in Andhadhun along with Vicky Kaushal for Uri The Surgical Strike at the 66th National Film Awards. Also, Raj Kumar Rao, Nawazudin Siddiqui along with Bhumi Pednekar, Anushka Sharma, Kangana Ranaut who also holds National Flim award for her striking and attractive acting skills in movies like Tanu Weds Manu Returns along with Queen, are some of the biggest inspiration in recent times people may come across in a world of curtains, who have surpassed every single hurdle with their immense hardwork along with a combination of talent and determination to achieve what they are today. Creating movies like Dum Laga ke Haisa, Newton, NH10 and many more with their sheer talent which holds a special place in every movie critics heart. Well, speaking about talent, determination and hard wrok there are a hell lot of personalities to talk about but it might take years to pen it down who have shown their worth and existence in the competitive world, who have taken every single thing as a challenge to become the best among a vast crowd. If someday we ever think of quitting or giving up from the challenges we face we gonna think about these inspirational personalities and will motivate us to become the best in our respective fields, like it is said "Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts."

আমরা যা হারালাম

WHOM WE MISS

নক্ষত্র পতন

তানিয়া ব্যানার্জী

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

"জিন্দেগি এক সফর হ্যায় সুহানা

ইহা কাল কেয়া হো কিসনে জানা"-

কেউ আমরা জানি না কাল কি হবে। যখন মহামারির করাল গ্রাসে আক্রান্ত ঠিক তখনই বিনোদন জগতে একের পর এক নক্ষত্র পতন। ইরফান খান এবং সুশান্ত সিং রাজপুত - তালিকাটা যভাবে দীর্ঘ হয়েছে তাতে সবাই ভয় পাচ্ছেন এই বছরটা আর কত ভয়াবহ হবে? রোমান্টিক নায়ক ঋষি কাপুর, কমেডিয়ান জগদিপ, মোহিত বাগেল, পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি , কোরিওগ্রাফার সরোজ খান, লেখক যোগেশ গৌরী , নায়িকা নিম্মি, সংগীত পরিচালক ওয়াজিদ খান। এরা সকলেই নিজের যোগ্যতায় মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। একে একে প্রত্যেকেই দর্শক কুল কে কাঁদিয়ে অমর্ত্য লোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন গত কয়েক দিনের মধ্যেই। আসুন এক ঝলক দেখে নিই এইসিব খসে পড়া তারার জীবনযুদ্ধের কাহিনী।

ইরফান খান

"ধীরে চলনা হ্যায় মুশকিল"-ছোটো পর্দা থেকে উঠে এসে উল্কার গতিতে এগিয়ে যাওয়া ইরফান খানের ক্যারিয়ার গ্রাফের জন্য এই লাইনটি উপযুক্ত। ফিল্ম জগতে 'সালাম বোম্বে' সিনেমায় একটি ছোট চরিত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার পর আর ধীরে চলেন নি ইরফান খান, হলিউড আর বলিউড জগতে দক্ষতার সঙ্গে নিজের জায়গা করে নিয়ে ছিলেন। 'পান সিং

টোমার' চলচ্চিত্রের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার পান। 'হিন্দি মিডিয়াম' (২০১৯) সিনেমাটি তাকে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড এনে দেয়। 'ইংরেজি মিডিয়াম' (২০২০)-এ তার অভিনয় অভূত পূর্ব। তার 'লাঞ্চবক্স'(২০১৩) এবং 'পিকু'(২০১৫) সিনেমা দুটি তাকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। হলিউড চলচ্চিত্র 'দ্য আমেজিং স্পাইডারম্যান' (২০১২), 'লাইফ অফ পাই' (২০১২) 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড' (২০১৫)-এ তিনি অভিনয় করেছেন দক্ষতার সঙ্গে।

ঋষি কাপুর

"তেরি উম্মিদ তেরি ইন্তেজার কারতা হ্যায়"- রোমান্টিক নায়ক ঋষি কাপুরের(৪ ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫২) এই গান আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তিনি কৈশোর বয়সে শিশুশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর রোম্যান্টিক নায়ক হিসাবে দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি। তার বাবা রাজ কাপুরের ছবি 'মেরা নাম জোকার' ছবি দিয়ে পর্দায় আত্মপ্রকাশ তার।নায়ক হিসেবে তার প্রথম ছবি 'ববি'।তাকে সেরা অভিনেতার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার প্রদান করেছিল। তিনি ৯২ টি ছবিতে রোমান্টিক নায়ক হিসেবে অভিনয় করেছিলেন। তার অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো হল 'খেল খেল মে'(১৯৭৫), 'কাভি কাভি'(১৯৭৬), 'সারগাম'(১৯৭৯) তিনি কাপুর অ্যান্ড সনস' (২০১১) চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্য সেরা সহায়ক অভিনেতা ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন।২০০৮ সালে তাকে ফিল্মফেয়ার লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে 'দ্যা বডি' চলচ্চিত্রে তার উপস্থিতি মনে রাখার মত।

সুশান্ত সিং রাজপুত

"তুম হারে বিন দিওয়ানে কে কেয়া হাল হ্যায়"-সমস্ত সুশান্ত প্রেমীর মনে মনে এই লাইনটা এখন ঘুরছে। আর ঘুরবে নাই বা কেনো? এই অভিশপ্ত ২০২০ আমাদের যেসব কাছের মানুষ জন কে ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম,আজকের টুইনদের হাট থ্রব হলো সুশান্ত । "খ্যরিয়াত পুছো, কাভি তো ক্যাফিয়াত তো পুছো"-মাত্র ৩৪ বছর বয়েসে পাটনার মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা সুশান্ত সিং রাজপুত (জন্ম২১ জানুয়ারি ১৯৮৬) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।সুশান্ত টেলিভিশনের স্টার প্লাসে 'কিস দেশ মে হে মেরা দিল' দিয়ে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। তারপর জিটিভি 'পবিত্র রিস্টা' সিরিয়াল এর মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 'কাই পো চে' সিনেমার মাধ্যমে তার চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু।'পিকে'(২০১৪)

এবং 'এমএস ধোনি' (২০১৬) তাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। 'ছিচোরে'(২০১৯) এবং 'কেদারনাথ' (২০১৮) তাকে বাণিজ্যিকভাবে সফলতা এনে দেয়।এমনকি তার শেষ ছবি ‘দিল বেচারা’-ও জনপ্রিয়তার সব রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে। আজ সত্যি ভক্তদের মনে হচ্ছে যদি এইদিন টা দেখে যেতে পারতেন সুশান্ত।

<u>বাসু চ্যাটার্জি</u>

'ছোটি সি বাত' (১৯৭৫), 'রজনীগন্ধা' (১৯৭৪), 'পিয়া কা ঘার' (১৯৭২), 'খাট্টা মিঠা', 'স্বামী', 'চামেলি কি সাদি' প্রভৃতি জনপ্রীয় সব ছবি উপহার দিয়ে দর্শক মম জয় করেছিলেন পরিচালক বাসু চ্যাটার্জী (১০ জানুয়ারি ১৯৩০) আমাদের ছেড়ে চলে যান ৪ জুন ২০২০। তার চলচ্চিত্র গুলি বেশির ভাগ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কান্না হাসি, সুখ, দুঃখ, বৈবাহিক এবং

প্রেম সম্পর্ক নিয়ে লেখা। স্বাভাবিকভাবেই তাই চলচ্চিত্রগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় ও বাণিজ্যিক ভাবে সফল।

নিম্মি

"বরসাত মে হামসে মিলা তুম সাজান"- রাজকাপুরের 'বরসাত' ছবির সুন্দরী নায়িকা নবাব বানু ওরফে নিম্মি (জন্ম ৮ ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) মারা গেলেন ২৫ মার্চ ২০২০। তার সেরা অভিনয় আমরা "সাজ" "আয়ন", "ভাই ভাই", "পূজা কে ফুল" প্রভৃতি সিনেমায় দেখতে পাই।

সরোজ খান

"হাওয়া হাওয়াই"(মিস্টার ইন্ডিয়া), "ম্যায় তেরা দুশমন"(নাগিনা), "এক দো তিন"(তেজাব), "তাম্মা তাম্মা লোগে"(থানেদার)-এই সব বিখ্যাত গানের কথা মনে এলেই নায়িকাদের সঙ্গে সঙ্গে যে কোরিওগ্রাফারের কথা আমাদের প্রথমেই মনে আসে তিনি হলেন সরোজ খান (জন্ম ১৯৪৮,২২ নভেম্বর)। প্রথম তিন বছর বয়সী শিশু শিল্পী হিসেবে 'নজরানা' চলচ্চিত্রে তিনি তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। ১৯৫০ এর শেষদিকে ব্যাকগ্রাউন্ড নৃত্যশিল্পী হিসেবে ছিলেন। তিনি প্রথম সহকারী কোরিওগ্রাফার হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে কোরিওগ্রাফার হিসেবে স্বীকৃতি পান'গীতা মেরা নাম' ছবিটি থেকে (১৯৭৪)।তবে একথা বলাই যায় তাকে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শ্রীদেবীর সাথে 'নাগিনা' (১৯৮৬), 'হাওয়াই হাওয়াই' গানটি মি. ইন্ডিয়া'(১৯৮৯), চাঁদনী (১৯৮৯), সিনেমায় কাজ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।মাধুরী দীক্ষিতের 'তেজাব' (১৯৮৮), বেটা (১৯৯২) প্রভৃতি সিনেমায় কাজ করার পর তিনি বলিউডের অন্যতম সফল কোরিওগ্রাফার হয়ে উঠেছিলেন।

জাগদীপ

শোলের সুরমা ভূপালি চরিত্র টি ভারত বাসির মনে কৌতুক রসের বন্যা বইয়ে দেয় সেই চির পরিচিত কৌতুক অভিনেতা হলেন জাগদীপ। তার আসল নাম সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ জাফরি (২৯ মার্চ ১৯৩৯)। তিনি মোট ৪০০ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

যোগেশ গৌড়

"জিন্দেগি ক্যায়সি হে পেহেলি", "কাহি দূর যব দিন ঢল যায়ে" "আনন্দ" ছবির এই দুটি বিখ্যাত গানের গীতিকার যোগেশ গৌড় (১৯মার্চ, ১৯৪৩) ।মারা যান ২৯ মে ২০২০।

তার অন্যান্য উল্লেখ যোগ্য চলচ্চিত্র গুলি হলো ‘মিলি’,’ ছোটিসি বাত’, 'আনন্দ', 'মন্জিল'।

ওয়াজিদ খান

'পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া' -এই বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালনা মধ্য দিয়ে ওয়াজিদ খান বলিউডের আত্মপ্রকাশ করেন। তার জন্ম ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই।ওয়াজিদ খান নিজের যোগ্যতায় একের পর এক এক হিট গান উপহার দিয়ে দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

মোহিত বাগেল

ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করার পর মোহিত বাগেল (১৯৯৩,৭ ই জুন) ২৩ সে মে মারা যান। তিনি একজন কমেডিয়ান হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। সালমান খানের 'রেডি' সিনেমা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

২০২০ আমাদের জীবন থেকে অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। বিনোদন জগতে ঘন ঘন নক্ষত্র পতন মানুষের মনে এক শুন্যতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কখনই আমরা 'সুরমা ভূপালী' কে ভুলতে পারবো না, আবার আমরা 'ধোনি' বললে চোখের সামনে ভেসে উঠবে সুশান্তের নজর কাড়া অভিনয়। আবার রোমান্টিক নায়ক বলতে ঋষি কাপুরের ছবি ভেসে ওঠে আমাদের মনে। আমরা কেউ জানি না কাল কি হবে তবু যারা চলে যায় তারা যে যার নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নেয়। তাদের আমরা কখনই ভুলতে পারি না। ২০২০ যত নির্মম ভাবেই শেষ হোক না কেন , দর্শক মনে এরা চিরস্থায়ী আসনে বিরাজ করবেন।

LOST IN PARADISE

Pushpak Bhattacharjee

Department Of Journalism And Mass Communication.
Semester-2
Khudiram Bose Central College.

'Jeevan ke din chote sahi lekin hum bhi baare dilwale '2020 has been a bad year for Bollywood . Stalwarts of the film Industry have left us, starting from Irrfan Khan and the very next day it was Chintu ji aka Rishi Kapoor.However the most shocking news was that of Sushant Singh Rajput leaving us. Many actors like Jagdeep Jaffery, Mohit Baghel , also left us while we were wrapped up in the fear of this global pandemic. Basu Chatterjee a director with significance,

masterji Saroj Khan, writer and lyricist Yogesh Gaur along with legendary actress Nimmi who has contributed immensely in the film industry . Music Director Wajid Khan also left us. The Legacy of all those personalities are huge and their roles, styles, emotions are truly immense.

IRRFAN KHAN - Sahabzade Irfan Ali Khan was born on 7th January 1967, known professionally as Irfan Khan. He was an Indian actor who worked in Hindi as well as British and American films. His contribution to world cinema is immense. His career spanned over 30 years with critically acclaimed films like Maqbool, Haider, Life in a Metro, The Namesake , Paan Singh Tomar , Piku , Angrezi Medium and lot more. Hollywood films like Life of pie, Jurassic Park, Slumdog Millionaire also received immense popularity. He also received 4 Film Fare Awards, he is a kind of an actor who acts with his eyes his facial expressions and is just marvellous.

RISHI KAPOOR - Rishi Raj Kapoor was born on 4th September 1952, into the Kapoor family, hence acting was in his blood. His first movie, Mera Naam Joker, where he portrayed the child role and won the National Award for best child artist. As an adult his first film was Bobby which made him win Film Fare Award for the category of best actor. After all his films like Khel Khel Mein, Kabhi Kabhie, Sargam , Yeh Vadaa Raha , are cult classics. With time he madea transit into films like Mulk, D – Day, Do Dooni Char , Love Aaj Kal . The last film, in which he appeared, was in The Body. He was honoured the Film Fare Lifetime Achievement Award in 2008.

SUSHANT SINGH RAJPUT- Sushant Singh Rajput was born on 21st January 1986. He was an Indian actor whostarted his career as a background dancer and then shifted to television serials. His first serial was Kish Desh Mein Hai Mera Dil, but became a household name with Pavitra Rishta. Rajput made his film debut with Kai Po Che then Shuddh Desi Romance, and the classic Detective Byomkesh Bakshy . His career took a turn after films like Ms Dhoni the untold story, Kedarnath and Chichore. His contribution was immense in the Hindi film industry.

BASU CHATTERJEE- Basu Chatterjee born on 10th January 1930 was an Indian film director and screenwriter. Through 1970’s and 1980’s he became associated with Hrishikesh Mukherjee and Basu Bhattacharya. His debut film was Piya Ka Ghar and his note worthy films are Chitchor, Baton Baton Mein, Chotti si baat, Manzil, Shaukeen , Priyatama were all cult classics. He also directed Bengali films like Hothath Brishti , Hocheta Ki and many more . His contribution is noteworthy in the film industry.

NIMMI – Nawab Banoo was born in 18th February 1933, she was also known by her stage name Nimmi. She gained popularity as an Indian actress by playing

spirited village belle characters. Debut film Barsaat opposite Raj Kapoor was a turning point for her.Among few noteworthy films are Uran Khatola, Deedar , Daag , Kundan , and lot more .She was considered one of the legendary actresses of the 60's .

SAROJ KHAN - Saroj Khan was born on 22nd November 1948. She was a leading dance choreographer in Hindi Cinema. However her career started by getting noticed through South films. She was the first female choreographer who broke the boundaries and continuously showed the world her talent even in the male dominated industry. She started off as a background dancer and then gradually she receives popularity through films like Chadni, Tezaab, Thanedaar just a few to be mentioned. Her talent made Film Fare create the category of best choreography as an award for Saroj Khanand recognised the Masterji of Bollywood.

JAGDEEP JAFFERY- Syed Ishtiag Ahmed Jaffery better known as Jagdeep was born on 29thMarch 1939. He was an Indian Film actor and comedian who appeared in more than 400 films. His character Soorma Bhopali in the film Sholay was an iconic character.He startedd as a child artist and gradually reached the top position. He came from a very humble background and his contribution towards the film industry is beyond words.

YOGESH GAUR - Yogesh Gaur was born on 19th March 1943. He was an Indian writer and lyricist. His debut film ' Sakhi Robin ' was the one that cemented his career in Bollywood. Anand, Manzil Priyatama are his all time clclassics. His contributions are immense in Bollywood.

WAJID KHAN – Wajid Khan was born on 10th March 1981. He was one of the most popular Hindi film music directors working under the household name Sajid- Wajid, along with his composer brother Sajid Khan. Their debut film was Pyaar kiya toh darna kya which is still remembered for its fast music, a news music style just rising then. Other notable works like Partner, Dabangg franchise are some of hishit numbers.

MOHIT BAGHEL– Mohit Baghel was born on 7th June 1993. He started as a comedian in comedy circus; whereSohail khan noticed him and offered him Ready with Salman Khan. Ready, Milan Talkies are some of his notable find.

All these dignitaries have contributed immensely to the film industry. May their soul rest in peace and their families and fans get the strength to deal with such a

huge loss? The stars that lighted the film industry may shine brighter wherever they are. Hope they reach a happier place while their work remains a milestone here in all our hearts all over the world.

তবুও আশাবাদী

আকাশ ভরা সূর্য তারা...

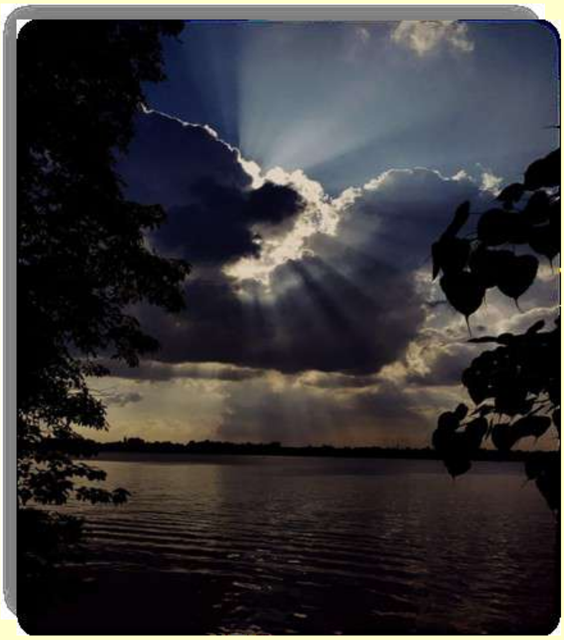

ঐন্দ্রিলা হালদার
সুমনা কর্মকার

সুস্থ হও

পৃথিবী,

বহু স্বপ্ন

এখন ও অধরা

PUBLISHED BY DEPARTMENT OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION,KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE,71/2A,BIDHAN SARANI,KOLKATA-700006